গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-২১.০০.০০০০.৩০৫.১৪.০১৭.২০১৭-৩৯ তারিখ: ০১-০৭-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন"- শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন"-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যাবস্থা ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৩ (তিন) পাতা

০১-০৭-২০১৮

মো: মশিউর রহমান খান মিথুন
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০১৭১৭২৫৮৯৯৬

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সদস্য, কৃষি, পনি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৩। প্রকল্প পরিচালক, "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন", পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
২। পরিচালক, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মো: মশিউর রহমান খান মিথুন পদবী: সহকারী পরিচালক পরিদর্শন তারিখ: ১১-০৬-২০১৮

১। **প্রকল্পের নাম :** পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন।

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

মোট	টাকা(জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য
১২৭৯.০০	১২৭৯.০০	-

৪। **প্রকল্পের অর্থায়ণ (ঋণ/অনুদান/ইকুইটি):** বাংলাদেশ সরকারের অনুদান

৫। **বাস্তবায়ন কাল:**

আরাম্ভ	সমাপ্তি
জানুয়ারী, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০২০

৬। **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, নানিয়ারচর
	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়
	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম, রুমা, থানচি

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** বাংলাদেশের অন্যতম অনুন্নত এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার পর থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এ এলাকায় আবাদযোগ্য মাঠ ফসলী জমি আছে মাত্র মোট জমির ৫%। সমতল জমির অভাবে এখানে ফসল আবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ খুবই সীমিত। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষকগণ তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাতে পাহাড়ের ঢালে অপরিকল্পিত চাষাবাদ করে থাকেন। বাংলাদেশের চিরায়ত চাষাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রাণি সম্পদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ পাহাড়ে গবাদি পশু পালনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছেঅ এছাড়াও এতদঞ্চলের নারীরা অত্যন্ত পরিশ্রমি ও কর্মঠ। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যগণও কৃষিকাজ ও অন্যান্য কাজে সমান ভূমিকা রাখছে। আর তাই গবাদি পশু পালনে নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের পুনর্বাসন একটি যথাযথ ও পরীক্ষিত উপায় এবং আরও সম্প্রসারনের উপযোগী। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও আবহাওয়া বিবেচনায়, এখানে গাভী পালনের অনেক সুযোগ রয়েছে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক নারীদের গাভী পালনে সম্প্রক্ত করা ভাল বিকল্প। সে প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১২৭৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমানের উন্নয়ন ও ১৩০০ দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের আয়ের সুযোগ সৃস্টি।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

- পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ এবং দরিদ্র হ্রাসকরণ;
- উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং পুষ্টি, পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা উন্নতি সাধন ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি;

- দুগ্ধ এবং মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিকরন;
- গুড়া দুধের আমদানি হ্রাসকরন এবং মানসম্পন্ন চামড়া ও হাড় রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্যার আয় বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের কার্যাবলী:

- ১৩০০ টি ডেইরি শেড স্থাপন;
- ১৩০০ টি গাভী বিতরন;
- ১৩০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- ১৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মে/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ								
	কর্মচারীদের বেতন	৬৬.৪৩৮	২০ জন	-	-	-	-	-	-
	ভাতাদি	৭২.৩৩৭	২০ জন	-	-	-	-	-	-
	সরবরাহ ও সেবা	৮৮৫.৬৯৫	থোক	-	-	-	-	-	-
	মেরামত ও সংরক্ষণ	১০৭০.৩৩০	থোক						
	উপ-মোট রাজস্বঃ	২০৯৪.৮০		-	-	-	-	-	-
	(খ) মুলধন খাতঃ			-	-	-	-	-	-
৯।	**সম্পদ সংগ্রহ**	৩৪.১৭০	-	-	-	-	-	-	-
	নির্মান ও পূর্ত	১৪৯.৫০০	১৩০০টি গাভী সেড	-	-	-	-	-	-
	উপ-মোট মুলধনঃ	১৮৩.৬৭০	-	-	-	-	-	-	-
	(গ) প্রাইস কন্টিনজেন্সীঃ	২৫.০০০	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	**১২৭৯.০০**	১০০%	-	-	-	-	-	-

- প্রকল্পটির অনুকূলে অদ্যাবধি কোন অর্থছাড় ও ব্যয় না হওয়ায় সার্বিক অগ্রগতি ০% ।

৯। **অর্থবছর অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:** ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সংক্রান্ত চিত্র নিম্ন সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি'র সংস্থান	আর্থিক সন	অনুমোদিত টিপিপি/ আরটিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান	টিডিপি/আরএডটিপি বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমান	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত
	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৭৯.০০	২০১৭-২০১৮	২৪৬.৬৬	১৫৯.০০	-	-	-
	২০১৮-২০১৯	৫২৪.২৬	-	-	-	-
	২০১৯-২০২০	৫০৮.০৮	-	-	-	-
	মোট	**১২৭৯.০০**	**১৫৯.০০**	**-**	**-**	**-**

১০। **পরিদর্শন:** গত ১১/০৬/২০১৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১০.১ **দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া:** পরিদর্শনে দেখা যায় প্রকল্পটির দরপত্র ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান আছে।

১০.২ **৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা:**

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	আলোচ্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ততা
আয় ও দরিদ্রতা	টেকসই উপায়ে গাভী পালনের মরধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসবাসরত প্রান্তিক পরিবারের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্রতা কমাতে সাহায্য করবে।
লিঙ্গ সমতা, আয় সমতা ও সামাজিক সুরক্ষা	১৩০০ টি পরিবারের ১০০% নারীকে গাভী পালনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। এভাবে লিঙ্গ সমতা ও আয় সমতা নিশ্চিত করা হবে।
টেকসই পরিবেশ	এইভাবে ১৩০০ টি পশু খাদ্য উৎপাদনের জন্য Fodder Plot সৃষ্টি হলে বনাঞ্চল বৃদ্ধি পাবে যা পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও গরুর গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করা হলে টেকসই পরিভেশ সৃষ্টি হবে।

১১। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা:**

১১.১ **পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ধীরগতি:** প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত। কিন্তু অনুমোদিত ৩৬ মাসের মধ্যে প্রায় ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পটির অগ্রগতি ০%। ৩টি অর্থবছরে টিপিপি'র সংস্থান রাখা হয় **১২৭৯.০০** লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ১৫৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। চলতি অর্থবছরে কোন অর্থছাড় ও অর্থ ব্যয় না হওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্খিতমাত্রায় অগ্রগতি সাধিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১.২ **মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ না করাঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য আইএমইডি'র ছক-০৫ ও ছক-০৩ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডি'তে নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করা হয় না । ফলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদ, একনেকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের চাহিদামত তথ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১২। **সুপারিশ:**

১২.১ অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে Work Plan অনুমোদন এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে প্রকল্প পরিচালকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১২.২ প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ ও অর্থছাড়ের পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে Work Breakdown Structure (WBS) সংশোধন পূর্বক কর্মপরিকল্পনা নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;

১২.৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতসহ কাজের তালিকা (Work/Activity list) প্রণয়ন করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক Critical Path Methodঅনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২.৪ প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে এবং Exit Plan এর কপি আইএমইডিকে সরবরাহ করতে হবে;

১২.৫ প্রকল্পটির অগ্রগতি সংক্রান্ত আইএমইডি-০৫ এবং ০৩ ফরমেট অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

১২.৬ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

০১-১৭-২০১৮

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক